দৈনিক ইত্তেফাক

25 DEC 1991

তারিখ 25 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলম ১

76 ৩৯

নকল করিতে না পারিয়া হাঙ্গামা।। করটিয়া সাদত কলেজে পরীক্ষা ভণ্ডুল

টাঙ্গাইল সংবাদাতা ফোনে জানান, গতকাল (মঙ্গলবার) করটিয়া সরকারী সাদৎ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা নেওয়ার সময় কেন্দ্রে কড়াকড়ি আরোপের প্রতিবাদে কতিপয় পরীক্ষার্থী এবং বহিরাগত ছাত্রদের হামলায় পরীক্ষা পণ্ড হইয়া যায়। পরীক্ষা বর্জনে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে বহিরাগতরা শতাধিক পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র ছিনাইয়া

(২য় পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

নকল করার সুযোগ

(১ম পৃ: পর)

নিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং বেশকিছু উত্তরপত্র লইয়া যায়। এই সময় তিনটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। জেলা প্রশাসকসহ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অধ্যক্ষের কক্ষে অবস্থান নিলে কক্ষে বেশ কিছু ঢিল নিক্ষেপ করা হয়। এই সময় কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি মনিরুল ইসলাম মিন্টু আহত হয়। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা কলেজের প্রধান গেটকে তালা লাগাইয়া দেয়। পুলিশ ফটক ভাঙার চেষ্টা করিলে এক পর্যায়ে তালা খুলিয়া দেওয়া হয়। সকাল ৯টায় পরীক্ষা শুরুর সময় জেলা প্রশাসক পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং নকল মুক্ত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের প্রতি মাইক্রোফোনযোগে অনুরোধ জানান। তাঁহার অনুরোধে অনেক পরীক্ষার্থী তাহাদের সঙ্গের নকল জমা দিয়া দেয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা চলিতে থাকে। অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ২৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। এক পর্যায়ে দুপুর ১২টার দিকে প্রায় ২ শত বহিরাগত ছাত্র জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে শ্লোগান সহকারে মিছিল করিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকিয়া পড়ে। তাহারা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানায়। এই সময় ৮টি কক্ষের মধ্যে একটি কক্ষের কতিপয় পরীক্ষার্থী বহিরাগতদের সহিত যোগ দেয়। তাহারা কয়েকটি কক্ষের আসবাবপত্র ভাংচুর এবং পরীক্ষার্থীদের হল ত্যাগে বাধ্য করে। জেলা প্রশাসক জানান, পুলিশ ও প্রশাসন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের সহিত পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা চালায়। কলেজ অধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগের চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। গতকাল এই কেন্দ্রে ইতিহাস, বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিসাববিজ্ঞান তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৭ শত।